বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

গণহত্যা দিবস পালন সংক্রান্ত দূতাবাসের প্রতিবেদন

আজ ২৫ শে মার্চ ২০১৯ পূর্বাহ্নে বাংলাদেশ দূতাবাস ব্যাংকক কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং ২৫ মার্চের কালরাত্রে গণহত্যার শিকার ও মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কোরআন তেলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে নিহত শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো: নাজমুল কাওনাইন তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক ২৫ মার্চকে জাতীয় 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দানের ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। তিনি বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে সুপরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রে সংঘটিত গণহত্যাকে বিংশ শতাব্দীর নিকৃষ্টতম গণহত্যাসমূহের একটি হিসেবে আখ্যা দেন এবং ২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য দূতাবাস কূটনৈতিক তৎপরতা চালাবে বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে, ৭১ এর গণহত্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের উদ্দেশ্যে কারিগরী সহযোগিতার লক্ষ্যে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কম্বোডিয়া সফরকালে কম্বোডিয়ার গণহত্যা জাদুঘর ও বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন দূতাবাসের মিনিস্টার শাহনাজ গাজী, ইকনোমিক কাউন্সিলর কবির আহমেদ, কাউন্সিলর মোহাম্মদ খায়রুল হাসান সহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করে শোনান দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে ৭১'র গণহত্যার উপর নির্মিত "৭১'র গণহত্যা ও বধ্যভূমি" শীর্ষক একটি বিশেষ ডকুমেন্টারী উপস্থাপন করা হয়।

****